R. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

ভেজাল উদ্ধারে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

আড়াই কুইন্টাল ভেজাল আটা বাজেয়াপ্ত

একজন যুবক গ্রেপ্তার—জনতা ক্ষুব্ধ

সাগরদীঘি, ৬ই সেপ্টেম্বর—গতকাল স্থানীয় একটি আটা-চাকি থেকে প্রায় আড়াই কুইন্টাল বালি মেশানো আটা স্থানীয় একদল যুবক উদ্ধার কোরে স্যানিটারী ইনস্পেক্টরের নির্দ্দেশে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে দিলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ,একজন ক্রেতার কাছ থেকে ভেজাল আটা বিক্রীর খবর পেয়ে যুবকের দল চাকিতে হানা দিয়ে আড়াই কুইন্টাল বালি মেশানো আটা উদ্ধার করে এবং রাস্তায় ফেলে দেয়। আটা-চাকির মালিক বরকত দেওয়ান ঘটনার বিবরণ জানিয়ে থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করলে পুলিশ সুনীল ব্যানার্জী নামে এক যুবককে আজ সকালে গ্রেপ্তার করে। পরে স্যানিটারি ইনস্পেক্টর শ্রীঅমিয় ঘোষ লিখিতভাবে থানাকে জানান যে, উক্ত ধৃত আট তাঁর নির্দ্দেশেই ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন থানা কর্ত্তৃপক্ষ ঐ যুবককে ছেড়ে দেয়। যখন খাদ্যে ও ওষুধে ভেজালকারীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিল রাজ্য বিধান-সভায় গৃহীত হচ্ছে তখন এখানে ভেজাল প্রতিরোধে পুলিশী হস্তক্ষেপে জন-সাধারণ ক্ষুব্ধ। ঐ আটার নমুনা বহরমপুর এবং জঙ্গিপুরের বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিজস্ব পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ

জঙ্গিপুর, ৯ই সেপ্টেম্বর—গত ১লা সেপ্টেম্বর থেকে তিনটি দীর্ঘস্থায়ী দাবী আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্পনসর্ড কলেজের কর্মচারিগণ সারা পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয় পরীক্ষা বর্জন আন্দোলন শুরু করেছেন। ফলে জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় গত ৩/৯/৭৩ হতে নিজস্ব পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। স্থানীয় এস, ডি, ও অফিসের কতিপয় কর্মচারী সরকারী আদেশ বলে পরীক্ষা গ্রহণে অংশ নেন। এবারের পরীক্ষায় কলেজ শিক্ষকদের ব্যাপক অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। কলেজের ছাত্র-সংসদ অধ্যক্ষের কাছে লিখিত চিঠিতে কর্মচারীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। আরও প্রকাশ, কলেজ কর্মচারিগণ বাইরের লোক এনে কলেজ অফিসের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ আনছেন। একটি স্বয়ং পরিচালিত এলাকায় সরকারী আদেশে সরকারী কর্মচারীর অনুপ্রবেশ বৈধ কিনা—এ প্রশ্নও তাঁরা তুলেছেন। ৩রা সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শুরু হয় বেলা সাড়ে এগারটায় এবং দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষা শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। নিজস্ব পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে ব্যাপকভাবে অসৎ পন্থাকে উৎসাহিত করা হয়েছে বলে আমাদের দপ্তরে অভিযোগ আসছে। কিছু কিছু গার্ডও নাকি তাঁদের প্রতিপাল্যদের খোলাখুলিভাবে সাহায্য করছেন বলে খবর।

জেলা যুবকংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন

বহরমপুর, ১১ই সেপ্টেম্বর—গত ৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর বাস ষ্ট্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলা যুবকংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনে রাজ্য কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ছাত্র ও যুব-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ-ভাবে কাজ করার জন্য বলেন। কর্মী সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে কতকগুলো প্রস্তাব আনেন অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র পণ্ডিত। আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী আবদুল বারি বিশ্বাস, দেদার বক্স, কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, নৃসিংহ মণ্ডল, হরেন হালদার, শঙ্করদাস পাল এবং জেলা কংগ্রেস প্রধান আজিজুর রহমান। দলের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ছাড়া ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ কঠোর হস্তে দমন করা হবে বলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র জানান।

১০ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রদেশ যুবকংগ্রেস সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং ভূমি কেলেঙ্কারীর প্রকাশ্য তদন্তের দাবী জানান। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌগত রায় তাঁর ভাষণে, শুধু শহরাঞ্চলে নয় গ্রামাঞ্চলেও শিল্প প্রসারের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুব্রত সাহা, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সান্যাল প্রমুখ।

হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় পাঁচুসুন্দরী দাসীর হত্যাকারী সন্দেহে অশোককুমার সরকার, ধর্মদেব হালদার, নিত্যদেব হালদার ও জয়দেব দাসকে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভোর রাত্রে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশীসূত্রে প্রকাশ, ধৃত যুবকেরা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, তারা পাঁচুসুন্দরী দাসীকে খুন করে ওর গয়নাগাঁটি নিয়ে বোলপুরে বিক্রী করে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে পাঁচু-সুন্দরী খুন হয়।

ইঁদারা বন্ধ হচ্ছে?

জঙ্গিপুর—জঙ্গিপুর পৌরসভায় যে কয়টি অতীত দিনের পুরাতন বড় ইঁদারা আছে তার অধিকাংশই আজ কর্ত্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য ধ্বংসের পথে। অথচ যা নির্ম্মাণ করা বর্ত্তমানে ব্যয় সাধ্য। এই পুরাতন ইঁদারার যে কয়টি ভাল আছে, যার জল এখনও জনসাধারণ ব্যবহার করেন, তার মধ্যে গোফুরপুর (বরজ) বড় মসজিদেরটি পরে। কিন্তু এই ওয়ার্ডের পৌর-সদস্য উক্ত ইঁদারাটি বন্ধ করে দেবার একটা উদ্যোগ করছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। কারণ অজ্ঞাত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** *
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সার্ব্বভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ মোগলমারী সেতু ॥

একদা গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ নির্মিত যে বাদশাহী সড়ক রঘুনাথগঞ্জ হইতে দক্ষিণ দিকে আইলের উপর গ্রাম বরাবর গিয়াছে, তাহার উপর নির্মিত মোগলমারী সেতুটি সেকালের গুরুত্ব আজিও হারায় নাই। অবশ্য সে বাদশাহী সড়ক আজ পাকা রাস্তা। এই রাস্তা সাগরদীঘি অঞ্চলের বহু গ্রামের সহিত রঘুনাথগঞ্জ তথা বহরমপুরের সড়ক যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু মোগলমারী সেতুটি খারাপ হওয়ায় বহু লোকের অশেষ কষ্ট হইতেছে।

আলোচ্য এলাকার লোকজন রঘুনাথগঞ্জ ও বহরমপুরের সহিত প্রতিদিন যোগাযোগ রাখেন শুধু মামলা-মোকর্দমার খাতিরে নয়, বিভিন্ন সরকারী অফিস, কর্মস্থল, ব্যবসায়, চিকিৎসা প্রভৃতি কারণে উভয় শহরে অনেকের যাতায়াত ঘটে। সেইজন্য বাস চলাচলের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এখন সরাসরি বাস সারভিস বন্ধ রহিয়াছে। কাজেই দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। আমরা ইহার পূর্বে এই সেতু খারাপ হওয়ার কথা লিখিয়াছিলাম। মেরামত করার পর আবার ইহা খারাপ হইয়াছে।

সাগরদীঘি এলাকাভুক্ত গ্রামসমূহের লোকজনকে রঘুনাথগঞ্জ আসিতে অথবা বহরমপুর যাইতে রেল গাড়ীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন রেল বিভাগ। কৈফিয়ৎহীন ও প্রতিকারশূন্য অনিয়মিত রেলগাড়ীর চলাচল। ফলে রেলগাড়ীর সুযোগ গ্রহণ করা এক মহাঝামেলার বিষয়। সে কারণে মোটর বাসের এত চাহিদা।

উল্লেখিত রাস্তার উপর মোগলমারী সেতু বার বার খারাপ হইতে থাকায় কাজকর্ম পণ্ড হইতেছে। এবারেও বেশ কয়েকদিন হইতে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির সম্বন্ধে তুষ্ণীভাব চলিতে থাকিলে এই সব অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দুর্ভোগ বাড়িবে বই কমিবে না। রঘুনাথগঞ্জ শহরের সহিত বাহিরের সংযোগপথে শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকণ্ঠে যথাক্রমে খড়খড়ি সেতু ও মোগলমারী সেতু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কর্তাব্যক্তিদের গড়িমসির জন্য এই সেতুগুলির কোনও একটি যদি দীর্ঘসময় ধরিয়া যানচলাচলের অনুপযোগী হইয়া থাকে, তবে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিবার স্পৃহা কি দায়িত্বশীল কাহারও নাই?

॥ উহারা ও আমরা ॥

খবরে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় জাপানী রোগ এনকেফেলাইটিসের ঔষধের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্বাস্থ্যদপ্তর মার্কিন দূতাবাসে খোঁজ করিতে যান। সেখান হইতে সম্বিৎ পাইবার পর এক বড় সাহেব ছুটিলেন দিল্লীর জাপানী দূতাবাসে হাতের কাছেই কলিকাতাস্থ দূতাবাস থাকা সত্ত্বেও। রোগের গুরুত্ব বিবেচনায় দিল্লীর দূতাবাস টোকিওকে বলিলেন কলিকাতায় জানাইতে। উক্ত রোগের ঔষধ পাওয়া যাইবে বলিয়া কলিকাতার দূতাবাস খবর পাওয়ামাত্র কলিকাতার মহাকরণে প্রাগুক্ত বড় সাহেবকে ফোন করিলেন। কিন্তু তিনি পাঁচদিন ধরিয়া রাজধানীতে। নিরুপায় জাপানী দূতাবাস স্বাস্থ্য-দপ্তরের সেক্রেটারীকে ফোন করিলেন। তিনি 'কাল-পরশু' লোক পাঠাইবেন জানাইলেন। থতমত জাপানী এমব্যাসী। জীবনমৃত্যুর ব্যাপার! অথচ কাল-পরশু! স্মরণ করাইয়া দিলেন এই কথা। তবু সাহেব 'কাল-পরশু'-তে অচল অটল।

মার্কিন দুনিয়া ভাবিতেছেন, জাপানের রোগ; অথচ আমেরিকায় খোঁজ ঔষধের। জাপানীরা ভাবিতেছেন: কলিকাতার এমব্যাসী ডিঙ্গাইয়া দিল্লী ছুটিবার কারণ কি? আবার ঔষধের কথা জানাইয়া দিলেও এমন নির্বিকারত্ব কেন?

এই 'কেন'-র জবাব জাপানীরা পাইবেন না। যে মানসিকতায় জাপান অতি অল্প সময়ে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, যুদ্ধে পরাজয়ের পরও আবার যে জাপানের ইয়েন এখন মার্কিন ডলারের সহিত সমানে পাল্লা দিতেছে, সেখানে পঁচিশ বছরী স্বাধীনতা উল্লাসমুখর ও নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন আমরা চরিত্রগঠনের পথ হইতে যে কতদূরে সরিয়া পড়িয়াছি, প্রকাশিত সংবাদ অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি।

পুরাতনী

সম্পাদনা: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

জঙ্গিপুর হাসপাতাল

আমরা পরম্পর শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে আমাদের লালগোলার দানশীল রাজা বাহাদুর জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাখার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমাদের মহকুমায় রাজা মহারাজা ত আর নাই। আমাদের পুঁজি যে কেবল রাজা রাও যোগেন্দ্র-নারায়ণ রায়। রাজা বাহাদুরের জয় হউক।

জঙ্গিপুর সংবাদ
১৩/৩/১৩২৪ ইং ২৭/৬/১৯১৭

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুল প্রচারিত নির্ভীক সংবাদপত্রে আমার নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

বিনীত—শ্রীশচীন সেনগুপ্ত
৫/৯/৭৩ রঘুনাথগঞ্জ (৫নং ওয়ার্ড)

সার প্রসঙ্গে

মাননীয় মহকুমা শাসক সমীপেষু,

আমাদের যৎসামান্য কৃষি জমিতে (মোট চার বিঘা মত) ইউরিয়া সার দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় গত ২৪/৮/৭৩ তারিখে আমি একটি দরখাস্ত লইয়া বি, ডি, ও রঘুনাথগঞ্জ—১ অফিসের এ, ই, ও শ্রীউপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে জানাইলেন ২৬/৮/৭৩ তারিখে ইউরিয়া সারের বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে তাহার পর পারমিট দেওয়া হইবে। আমি তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলাম, পারমিট আমাকে দেওয়া হউক বিক্রয় মূল্য স্থির হইলে উহা সংগ্রহ করিব। কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে, 'আপনার কোনও চিন্তার কারণ নাই, আপনি অবশ্যই পারমিট পাইবেন, কারণ আপনার মাত্র ২৫ কেজির প্রয়োজন।' যাহা হউক অনিবার্য্য কারণে আমাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল বলিয়া গত ২৮/৮/৭৩ তারিখ ইউরিয়া সারের একমাত্র ডিলার শ্রীবৈদ্যনাথ দত্তের নিকট খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলাম, বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই পারমিট দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও তাহার নিকট সার মজুত আছে। সেই মত তৎক্ষণাৎ-এ, ই, ও শ্রীউপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাইয়া পারমিট সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৈদ্যনাথ দত্তের দোকানে আসিয়া শুনিলাম, মাল নাই। দোকানদার শ্রীদত্তকে দিয়া পারমিটের পিছনে মজুত নাই লিখাইয়া লইয়া পুনরায় আমি এ, ই, ও শ্রীউপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার এই আচরণ ও ডিলারের মজুত নাই সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি আমাকে লিখিতভাবে অভিযোগ করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া আসিলাম। তিনি দায়িত্বশীল পদে থাকিলেও পারমিট দান ও মজুত মালের পরিমাণ সম্পর্কে সচেতন নহেন। অথচ ব্যবসায়ী ও অফিসারদের দৌলতে ইউরিয়া সারের প্রচুর বস্তা উমরপুরে পাওয়া সম্ভব হইতেছে প্রতি কেজি দেড় টাকা কালোবাজারী দরে। আমার প্রশ্ন, এই চরিত্রের সরকারী কর্ম্মচারীদের আচরণ জনসাধারণ কত সহ্য করিবে? প্রসঙ্গত, একশত ব্যাগ ইউরিয়া বিতরণের পারমিটগুলি তদন্ত করিয়া দেখিতে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি। তাহাতে দেখা যাইবে বেশীর ভাগই বেনামে গিয়া কালোবাজারকে পুষ্ট করিয়াছে।

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

চিঠি-পত্র

॥ ভিন্ন চোখে সম্পর্কে ॥

মহাশয়,

আমি 'জঙ্গিপুর সংবাদ'র দীর্ঘ দিনের পাঠক। কিন্তু ইদানীং 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আমাকে চমকে দিচ্ছে। ষাট বছর বয়সে মানুষ প্রৌঢ়ত্বকে অতিক্রম করে বার্দ্ধক্যে পা বাড়ায়। কিন্তু 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সম্প্রতি প্রমাণ করেছে যৌবনের কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স বুঝি নেই। সম্প্রতি এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয়, সংবাদ পরিবেশন ও নানাবিধ ফিচার প্রভৃতির মধ্যে আগাগোড়া নোতুন চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা এবং রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বরের কাগজে সম্পাদক মহাশয় হুম্ করে বিনা ঘোষণাতেই 'ভিন্ন চোখে' নামে একটি ফিচার শুরু করেছেন দেখলাম। এর প্রয়োজনীয়তা কি জানিনা। কিন্তু এই জার্নালধর্মী রচনাটি ভিন্ন স্বাদের স্বীকার করবো। এর প্রতিটি পংক্তিতে লিরিকের স্বাদ। এ রচনা আমাকে ভাবিয়েছে। নতুন করে ভালবাসতে শিখিয়েছে। মনে হয়েছে সত্যিই unheard melodies are sweeter। আর আমরা, যাদের মন এবং মনন আছে, তারা বিশেষ মুহূর্ত্তে কখনো কখনো স্বপ্নের মধ্যে পথ হাঁটি। সত্যানন্দকে ধন্যবাদ। তিনি প্রতি সপ্তাহে যেন আমাদের 'ভিন্ন চোখে' দেখা অন্য লোকের সংবাদ দেন।

অরবিন্দ তরফদার, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

গঙ্গা-ভাঙ্গনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শ্রীশিষ মহম্মদ এম-এল-এর চিঠি

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিধান সভার আর-এস-পি সদস্য শ্রীশিষ মহম্মদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি দেন। ঐ চিঠিতে তিনি গঙ্গানদীর প্রচণ্ড ভাঙ্গনে ১৪ হাজার গৃহহারা পরিবারকে জি-আর প্রভৃতি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, গণআন্দোলনের চাপে সরকার থেকে গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য কিছু কিছু স্পার তৈরী হলেও কনট্রাকটরদের গাফিলতিতে ত্রুটিপূর্ণ স্পার নির্ম্মাণের ফলে গঙ্গা আবার ভাঙ্গন শুরু করেছে। রাজ্য সেচ দপ্তর এ সম্পর্কে কোন প্রতিকার করেন নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। শ্রীশিষ মহম্মদ এই গাফিলতির পূর্ণ তদন্তের দাবী জানিয়ে ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যদান ও পুনর্বাসনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভা

বহরমপুর, ৮ই সেপ্টেম্বর—বলরামপুর সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সংস্থার উদ্যোগে গত ৫ই সেপ্টেম্বর সংস্থার প্রদর্শনী পাট চাষ ক্ষেত্রে চাষীদের শিক্ষণ সেমিনারের আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক মহাশয়। সভায় জেলা শাসক মহাশয় জানান যে, বহু সংখ্যক জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আরও কিছু জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা পরিকল্পিত আছে। সারের বর্ত্তমান সমস্যা অচিরেই সমাধা হবে বলে উক্ত সভায় উপস্থিত চাষীদের তিনি আশ্বাস দেন।

শিক্ষক দিবস

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই সেপ্টেম্বর—শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গতকাল বিকেলে মহকুমার মাধ্যমিক শিক্ষক একাদশ বনাম প্রাথমিক শিক্ষক একাদশের মধ্যে এক প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলায় প্রাথমিক শিক্ষক একাদশ ৪—৩ গোলে বিজয়ী হয়। সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল হলে মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে মহকুমার ছয়টি ব্লকের ১২ জন প্রবীণ শিক্ষককে ধুতি, ছাতা এবং মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তবে অন্যান্য বার সাগরদীঘি সার্কেলকে বঞ্চিত করা হত। এবার ঐ সার্কেলের এস, আই-এর প্রচেষ্টায় সেটা সম্ভব হয়নি।

* * *

গত ৫ই সেপ্টেম্বর গোপালনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন এবং ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সুস্থ-দেহ ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ, ১০ই সেপ্টেম্বর—গত ৮ই এবং ৯ই সেপ্টেম্বর সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অরঙ্গাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর জগতাই মাঠে শিক্ষক নেতা শ্রীদেবী-চরণ হালদারের সভাপতিত্বে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। "কোন্ দলের সরকার এল আর গেল, তার দিকে তাকিয়ে আমাদের আন্দোলনের কার্যক্রম নির্দ্ধারিত হয় না—হবে না। যতদিন এ দেশের একটি শিশুও প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকবে, যতদিন একজন শিক্ষকও পাওনা মর্যাদা ও বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবেন—ততদিন আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবেই-হবে।" উপরোক্ত মন্তব্য করেন সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রীনির্ম্মল বিশ্বাস। সভায় শিষ মহম্মদ এম-এল-এ, নিজামউদ্দিন, শান্তি বিশ্বাস, বনানী চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে জেলার শতাধিক শিক্ষক উপস্থিত হন। ৮ই রাত থেকে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রতিনিধি সম্মেলন চলে।

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

১৩৭৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব

জমা—১০৫১·০০। খরচ—প্রতিমা ২৬৬·০০, বিলবহি ১৮·০০, মণ্ডপ বাবদ ১০৭·১৭, যানবাহনাদি ও বিসর্জন বাবদ ৬১·৫১, পূজা সামগ্রী ২১৫·৪০, সাজসজ্জা ও বাজনা ২৬২·০০, নরনারায়ণ সেবা ২৬·৫৫, দক্ষিণা ও অন্যান্য বাবদ ৫০·০০, বিবিধ ৪৬·৮৬ মোট খরচ ১০৫১·৪৯।

যুগ্ম-সম্পাদক

স্বাক্ষর—শ্রীঅজয় সংকার ও শ্রীসুশান্ত সাহা

পুলিশ পাহারায় ৪০৩ জন শ্রমিকের উপর ছাঁটাই নোটিশ

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ই সেপ্টেম্বর—গত ৯ই সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটার সময় একজন সাবইন্সপেক্টর ও ছয়-জন পুলিশ কনষ্টেবলের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তারাপুর কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ ৪০৩ জন শ্রমিকের উপর ছাঁটাই নোটিশ জারী করেন। ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে, এই ছাঁটাই ৩১শে মে'র দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বিরোধী এবং ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের মধ্যে যখন এখনও আলোচনা শেষ হয়নি তখন ছাঁটাই নোটিশ একতরফাভাবে দেওয়া হয়েছে। তারাপুর কোং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে জেলা শাসকের কাছে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অভিযোগ করেছেন পুলিশবাহিনী সক্রিয়ভাবে মালিক পক্ষকে এই বে-আইনী কাজে সাহায্য করেছে। ইউনিয়ন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছাঁটাই নোটিশ যেহেতু একতরফা অতএব শ্রমিকদের উপর এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

কেন এই বৈষম্য ? —১

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সাগরদীঘি, ২রা সেপ্টেম্বর—পার্শ্ববর্ত্তী থানা নলহাটী এলাকার লোহাপুরে বীরভূম জেলার খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ যখন 'ক' শ্রেণীর প্রতি ইউনিট বাবদ ১২০০ গ্রাম এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর প্রতি ইউনিট বাবদ ৫০০ গ্রাম করে গম বরাদ্দ করছেন তখন জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ 'ক' শ্রেণীর জন্য প্রতি ইউনিট ৫০০ গ্রাম এবং 'খ' শ্রেণীর জন্য প্রতি ইউনিট ৩০০ গ্রাম গম সরবরাহ করছেন। কয়েকমাস আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রথমোক্ত শ্রেণীর জন্য গমের বরাদ্দ বাড়িয়ে ইউনিট প্রতি ১ কেজি করেন তখন প্রচার বিভাগ থেকে জোর প্রচার চালানো হয়। কিন্তু আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এবং জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চাল এবং গমের বরাদ্দ ছাঁটাই করে যথাক্রমে ১৫০ গ্রাম এবং ৫০০ ও ৩০০ গ্রাম করা হয় তখন সরকারী প্রচারযন্ত্র টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। পাশাপাশি দুইটি জেলার দুইটি থানা এলাকায় দুই রকম সরকারী খাদ্য সরবরাহ নীতি কি কারণে কে জানে ?

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বহরমপুর।

এতদ্দ্বারা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ্ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে ১৮।৯।৭৩ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন অফিস কার্য্যকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত উপরে উল্লিখিত অফিসে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আপত্তির বিষয় অবগত করাইবেন।

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ	থানা	পরগণা	তৌজি নং	রেঃ সাঃ নং	জে, এল নং	মৌজা	খতিয়ান নং (হাল)	সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল)	পরিমাণ এঃ শতক	দেয় খাজনা	খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম
(ক) হসরতুল্লা সেখ গ্রাম—পোপাড়া থানা—সাগরদীঘি জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৪৪০০·০০ টাকা।	সাগরদীঘি	আকবরসাহী	২৪১	৬১	৮৮	পোপাড়া	৩৮০	৮৭, ৮৯, ২৮৮	০·৯২	৩·৮৬	হসরতউল্লা সেখ
	”	”	”	”	”	”	৩৮১	৪০৬, ৮৫০, ১৭৪৯, ৩২৩৭ ৩২৪৯, ৩২৯৯ ৩১৯৩	৩·৬৫	১৫·১০	” ”
(খ) ইদ্রিশ মণ্ডল ওরফে সেখ গ্রাম—সোনাডাঙ্গা থানা—ভগবানগোলা জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০·০০ টাকা।	ভগবানগোলা	কাশীপুর	২২৪	৯৭	৯৩	পলাশী সোনাডাঙ্গা	৩৭	১৬৩, ২৩৮, ২৪৮, ৩০৪, ৩৩৭, ৩৮০, ৪৬৫, ৪৭৬, ৭৬৫, ৭৭৪, ৭৮৭, ৯৬৪, ৯৬৬, ৬২৮	৮·৮৩	২৬·৩৬	ইদ্রিশ মণ্ডল
(গ) ফতেজুল্লা মণ্ডল গ্রাম—ডাঙ্গাপাড়া থানা—মুর্শিদাবাদ জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০·০০ টাকা।	মুর্শিদাবাদ	গোয়াস	৫২৩	১১২	১০০	হুলাসপুর	৫৬	৯৩২, ৯৩৯, ৯৩২/১৪২৩, ৯১৬, ৯৩৩, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৩/১৪২৪	৩·৭৭	১৩ ৫১	ওয়ারিশ মণ্ডল
	”	”	”	”	”	”	১৪৫	৯৮৪, ৯৮৫	০·৯৯	৩·১৮	”
	”	”	”	”	”	”	১৪৭	৯২১, ১২২৮	১·২৮	৩·৫৫	”
(ঘ) ১। মোঃ লুৎফর রহমান ২। আবদুল হক ৩। আক্তারা বেগম স্বামী আবদুল হক গ্রাম—নিমগ্রাম থানা—নবগ্রাম জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০·০০ টাকা।	নবগ্রাম	বিহরোল	৮৩৭, ৪০৩	৪৬	১৪	নিমগ্রাম	২৮২	৪৪৮, ১১৪৭, ১৪৩৪, ১৯২৩, ২০৪৮, ২০৫৬, ২০৭৬, ২১০৮, ২১৯৫, ২০৭৬/২৩২৬	৪·৭৬		আবদুর রহমান সেখ
	”	”	”	”	”	”	২৮৩	২৩০১	৩·২৬	৩·৩৭	”
(ঙ) রহিম বক্স সেখ গ্রাম—কুশমোড় থানা—নবগ্রাম জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১০০০·০০ টাকা।	নবগ্রাম	বিহরোল	২৫	৭৬, ৮৬	৩৭	করজোড়া	৫২৯	১১০	·৯৩	৬·৮৮	রহিম বক্স
(চ) ১। শ্রীসুধীরকুমার ভকত ২। শ্রীঅধীরকুমার ভকত ৩। শ্রীপাঁচকড়ি ভকত	নবগ্রাম	বিহরোল	২৭৪		১২	পাশলা	১২৭১	২৪৫, ২৬০, ১১৬৫, ১২৫১, ১২৫৭, ১২৬০, ৩২৫৪	২·০১	১১·৩৫	পাঁচকড়ি ভকত
৪। শ্রীমতী মনোরমা ভকত স্বামী—শ্রীতারকেশ্বরপ্রসাদ ভকত গ্রাম—পাশলা থানা—নবগ্রাম জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০·০০ টাকা।	”	”	৮৪৮		১২	পাশলা	১২৭২	১৪৭, ১৬৪, ৮৮৫, ১১৬২ ১২৮৮, ২৯৪৭, ৩৮৯৯	১·৪৯	৮·৫৬	” ”
	”	”	২৭৪		১২	পাশলা	২২২	১১৭৩, ৩১৫১, ৩১৫৯, ৩৬৪২, ৩৬৫৩, ৩৬৮০, ৩৭৪৮, ৩১৫২	১·৭৬	৬·২৮	

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নোটিশ

দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমান	থানা	পরগণা	তৌজি নং	রেঃ সাঃ জে, এল নং	মৌজা	খতিয়ান নং (হাল)	সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল)	পরিমাণ এঃ	শতক	দেয় খাজনা	খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম
(ছ) শ্রীনন্দিনী দাসী স্বামী শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল গ্রাম—ইসলামপুর থানা—রাণীনগর জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৩৭০০·০০ টাকা।	বহরমপুর টাউন	রাজপুর	১২১	১২৩ ১৩১	গোড়াইপুর	১৪৬	১০২	০·৭৮	৩·০৯		শ্রীনন্দিনী দাসী
	"	"	৯১ বি, ১	১২২ ১৪৭	ছয়ঘরি	১৬	২০৩০, ২০৩৪, ২০৪৪	২·৯৯	১৮·৬৯		"
(জ) শ্রীঅরবিন্দাক্ষ মুখোপাধ্যায় গ্রাম—দত্তবরুটিয়া থানা—ভরতপুর জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৩৫০০·০০ টাকা।	ভরতপুর	ফতেসিং	২৫৪	৩৪৭ ৯১	দত্তবরুটিয়া	২৩৬	১৩৩১, ১৩৮৩ ৪৩৫৯	২·৩৫	১০·১২		অরবিন্দাক্ষ মুখোপাধ্যায়
	"	"		"		৯১৬	৪১০৭, ৪১০৮, ৪৪৭৫	০·৩৭	৩·২৫		গণপতি মুখোপাধ্যায়

তাং ১-৯-৭৩ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে **N. Banerjee,** ম্যানেজার

'খোঁড়া বাসের ন্যাড়া কথা'

—রত্নাকর রায়

'না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে'—"স্বামী বদলের ধকল আর সইতে পারছি না। যৌবনও আমাদের যায় যায়। বন্দিনী জীবন যাপনে নাভিশ্বাস উঠেছে। কিন্তু আমাদের মনের কথা কেউ শোনে না, বোঝে না তো কেউই। কি করি বলতে পারেন?

বড় আক্ষেপের সাথে কথাগুলি বলছিলো 'শ্রীমতী' আর 'ভাগ্যলক্ষ্মী', যথাক্রমে WGQ—৮৩১ আর WGQ—৫০৪ এক সাক্ষাৎকারে। বহু দিনের অতি পরিচিত শ্রীমতীদ্বয় চলার পথ থেকে অন্তর্হিতা হওয়ায় অনেক চেষ্টার পর রত্নাকর তাদের সন্ধান পায় রঘুনাথগঞ্জের জনৈক ডাক্তার বাবুর অশোক বনে। বন্দিনী তারা। তার মধ্যে WGQ—৫০৪ সমবায়ের হার্ট অপারেশন করে পা সমেত পালটিয়ে ফেলা হয়েছে। সংযোজিত হয়েছে ডাক্তারের দেয়া নতুন পা ও হার্ট। সুন্দরী ভাগ্যলক্ষ্মীর মন্দভাগ্য। পছন্দ করে তাকে শাদী করেছিল গোপাল বিশ্বাস। বেশ ঘরকন্না করছিল। বার্দ্ধক্য দেখা দেয়াতে জনৈক মিশীরজীর সাথে নিকা দিয়ে দেন ভাগ্যলক্ষ্মীর। তিনি তার বায়নাক্কা সামলাতে না পেরে ধনী ডাক্তার বাবুর কাছে বকলমে পোষানি দেন। ভাগ্যলক্ষ্মী বলতে লাগল, 'রোগ ব্যারাম সেরে গেছে আমার। সেজেগুজে বসে আছি পথপানে চেয়ে। কিন্তু নাঃ বেরোতে দিচ্ছে না'। সে শুনেছে ইতোমধ্যে তার প্রমোশন হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জের বদলে বড় শহর বহরমপুর। তার আর এক সখীরও পদোন্নতি হয়েছে ওই একই জলসাঘর পর্য্যন্ত। তার নামটা আবার ব্যাটা ছেলের মতো সত্যনারায়ণ, WGQ—৮৭০। তারও চিকিৎসা চলেছে বহরমপুরে। কবে যে সেরে উঠবে কে জানে!

মুস্কিল হয়েছে স্বামীত্বের প্রশ্ন নিয়ে। বিফলে মিশিরজী হতাশ। ডাক্তার বাবু তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী রূপসীকে বন্দিনী-দশা থেকে মুক্তি দিতে কুণ্ঠিত। তার আদি মাহুৎ এখন অভিযাত্রীর সওয়ার। ভাগ্যলক্ষ্মী গত ১৩ই চৈত্র থেকে বন্দিনী। কোতোয়াল, মুর্শিদাবাদ জেলার আর, টি, এ কি বলেন? এই সব হতভাগিনীরা উদ্ধার পাবে কি? না, কোন খোঁজই রাখেন না তারা!

চুরি—রাত্রে ও দিনে

ফরাক্কা ব্যারেজ - ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীর কোন কোন অংশের বাসিন্দাগণ রাত্রিতে নয় শুধু, দিনের বেলার চুরিতেও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। শুধু অভিযোগ। কোন প্রতিকার হচ্ছিল না। অথচ আছে থানা, আছে পুলিশ ফাঁড়ি। পুলিশও আছে। চৌকিদার, পাহারাদার প্রহরা অফিস-দ্বারে। অথচ অফিস থেকে, স্কুল থেকে বৈদ্যুতিক পাখা, ঘড়ি, বাসস্থান থেকে পাখা, অন্যান্য অস্থাবর সামগ্রী অদ্ভুতভাবে চুরি হয়ে যায়।

সম্প্রতি পুলিশ তল্লাসী চালিয়ে ব্যারেজের দুই কর্ম্মীর একাদশ ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত (ব্যারেজ বিদ্যালয়) দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে, এ খবর পুলিশী সূত্রের।

পিটিয়ে হত্যা

সাগরদীঘি, ১০ই সেপ্টেম্বর—সম্প্রতি এই থানার চণ্ডীগ্রামে একদল মারমুখী জনতা একটা গরু চোরকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। একটা গরু চুরি করে নিয়ে পালাবার সময় সে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে পৈতৃক প্রাণটি খোয়ায়।

ডাকাতির অভিযোগে

ফরাক্কা ব্যারেজ—বিহারের রাজমহল এবং রংগা থানা এলাকার মধ্যে কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে ফরাক্কা থানার খোদাবন্দপুর গ্রাম থেকে মরতুজা নামে এক কুখ্যাত দাগীকে স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী স্থানীয় পুলিশ দিন কয়েক পূর্ব্বে সমসেরগঞ্জ থানার রতনপুর গ্রামের ভোদু সেখের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী 'কোল্ট ব্র্যাণ্ডের' একটি পিস্তল ও কাশীপুর গান ফ্যাক্টরীতে নির্ম্মিত পয়েন্ট বাইশ বোরের একটি সজীব গুলি উদ্ধার করে। গুলিটি সহজে মেলে না। ভোদু সেখ গ্রেপ্তার ও বিচারার্থে চালান হয়েছে।

গুরুতর জখম

ধুলিয়ান, ৭ই সেপ্টেম্বর—গতকাল রাত্রে স্থানীয় বেলাল বিড়ি কোম্পানীর সন্নিকটে ৺মনসার গান শুনতে গিয়ে ইসলাম সেখ (১৪) নামে এক বালক বেলাল বিড়ি কোম্পানীর দারোয়ান ও কর্ম্মীদের হাতে সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ছেলেটির কব্জিসমেত একটি হাত নাকি দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। বেলাল বিড়ি কোম্পানীর অভিযোগ ছেলেটি নাকি বিড়ির মশলা চুরি করেছিল। এই ঘটনায় স্থানীয় জনসাধারণ বেলাল বিড়ি কোম্পানীর উপর ক্ষুব্ধ বলে প্রকাশ।

—সংবাদদাতা

প্রেমের বলি

সাগরদীঘি, ৪ঠা সেপ্টেম্বর—এই থানার ছামু-গ্রামের রেখা চক্রবর্ত্তী (১৮) নাম্নী জনৈকা অবিবাহিতা যুবতী ফলিডল খেয়ে মারা গিয়েছে গতকাল বিকেলে। প্রেমঘটিত ব্যাপার নাকি তার আত্মহত্যার কারণ বলে জানা গিয়েছে।

ভিন্ন চোখে ॥

মধ্য রাতে রক্তাক্ত সময়

রাত বারোটায় গাঙিনীর ঘাটে বসে বন্ধুর সঙ্গে গুলতানি মারছিলাম। অথচ ও হঠাৎ লাইট পোষ্টের আলোয় হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলো : 'ওরে ব্বাস।' প্রৌঢ়া বাৎসল্যময়ী জননী ওর জন্যে ভাতের থালা নিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে অপেক্ষা করছেন। সুতরাং গৃহবলিভূক পাখির মতন পালিয়ে গেল ও।

অথচ আমি········?

আমার জন্যে কি কেউ অপেক্ষা ক'রে বসে আছে ভাতের থালা হাতে নিয়ে? হয়তো বা। কিংবা নয়। কিন্তু আমার নাকে এখন গরম ভাতের গন্ধ। উনুনের পাশে বসা আগুনে ঝলসানো মায়ের মুখ মনে পড়ে। অথবা কোনো উৎকণ্ঠিতা যুবতীর কবোষ্ণ বুকের পরশ চকিতে উন্মনা করে। অথচ আমাকে এখন বাসায় ফিরে ঠাণ্ডা কড়কড়ে রুটি চিবোতে হবে। এবং ভোর রাত্রেও ঘুম না এলে এক গ্লাস জলের সঙ্গে পিল গিলতে হবে।

ঘাটোয়ালের ছোট্ট ঘরটার দিকে তাকালাম।

মধ্য বয়স্ক ঘাটোয়াল। চোখে ওর হাই পাওয়ারের মোটা লেন্সের চশমা। গদির উপর বসে একরাশ ছড়ানো ছিটোনো খুচরো পয়সার মধ্যিখানে বন্দী অবস্থায় কাঠের ডেস্কের উপর তন্ময় হয়ে কি পড়ছে। হয়তোবা কোনো চটকদার সেক্স ম্যাগাজিন। পাশে ওর সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বল্পালোকে বেচারার চোখে বেশ ধকল পড়ছে বুঝিবা। কিন্তু ওর অভিনিবিষ্ঠতায় বেশ বোঝা যাচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু ধমনীর ঠাণ্ডা রক্ত প্রবাহ উদ্দাম হচ্ছে এখন।

পারের খেয়া পারে চলে গেল। দূর শ্মশানে আগুন জ্বলে উঠলো দপদপিয়ে। আগুনের সঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া। আর বাতাসে পোড়া শরীরের চিমসে গন্ধ। এবং আমার মুখে এখন অবশিষ্ট চারমিনারটা নিঃশেষ হয়ে গেল। আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত বাসের পাশে কয়েকটা কংকালসার ভুতুড়ে শরীরের নর-নারী দু'টুকরো ছেঁড়া রুটির জন্যে ঘেয়ো নেড়ী কুত্তার মতন কামড়া-কামড়ি করছে। ক'দিন পূর্বে ওদেরই একটা দলকে শহরের পথে মিছিল করে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত দশটায় পিতৃশ্রাদ্ধের কাঙালী ভোজনের শরিক হওয়ার জন্যে যেতে দেখেছিলাম। যদিচ পরে জেনেছিলাম এ এক বিকৃত পরিহাস ওদের নিয়ে একদল তরুণের। কারণ ভদ্রলোকের পিতৃদেব নাকি পনেরো বছর পূর্বেই ইহলীলা সম্বরণ করেছেন।

একটু দূরে ভাদরের অশান্ত রিরংসু দু'টি সারমেয় আদিম উত্তেজনার ইতরামি শুরু করেছে। তাই দেখে পাশের সিমেণ্টের বেদীতে বসা আধবুড়ো তেলচিটচিটে লুঙ্গিপরা খালি গা' একজন বাস কনডাকটর বিড়ি টানতে টানতে খিকখিকিয়ে অশ্লীল হাসি হেসে স্বগোতোক্তি ছুড়ে দিলে : 'শালা লুচ্চা।'

হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। মনে হোল ঘিলুর ভেতরটা বারুদের স্তূপ হ'য়ে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেছে। এখুনি ফানুসের মতন মাঝ আকাশে হুস করে ফেটে পড়বো আমি। অথবা বজ্রাঘাতের মতন সশব্দে বিদীর্ণ করবো ধরিত্রীকে। কিন্তু চকিতে তাকিয়ে দেখলাম : আমার সামনে আমি নেই। আমি কমনম্যান সত্যানন্দ যেন এক স্বর্ণময় দেবশিশু হয়ে গেছি আর দমাদ্দম লাথি মারছি আমার এই বর্তমান সময়কে। সময়—আমার সময়। সময়ের বুকে লাথি মেরে আমি রক্তাক্ত হবো। 'I fall upon the thorns of life! I bleed!'

অথচ এখন এই মধ্য রাতে শেষ পারানির খেয়া এসে গেছে।

—সত্যানন্দ

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

মহালয়ার আগেই আত্মপ্রকাশ করছে

গল্প :

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নূতন আঙ্গিকে লেখা গল্প 'বিজ্ঞাপনে একটি মুখ।'

* * *

উদীয়মান লেখক প্রদোষ দত্তের গল্প 'দাহ' পাঠকমনে দাগ কাটবে।

* * *

এছাড়া লিখেছেন—জীবন সরকার, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং······

কবিতা :

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, বিষ্ণু সরস্বতী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, কবিরুল ইসলাম, শান্তশীল দাস, শম্ভু রক্ষিত এবং·········

প্রবন্ধ :

প্রবোধকুমার সান্যাল, নারায়ণ চৌধুরী, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, ডঃ অমলেন্দু মিত্র, প্রফুল্লকুমার গুপ্ত এবং······

নাটক : কিরণ মৈত্র।

রম্যরচনা : কুমারেশ ঘোষ, আবদুল জব্বার।

বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

মূল্য : এক টাকা

পত্রিকার যাঁরা বাৎসরিক গ্রাহক তাঁরা পঞ্চাশ পয়সা পাঠালে ঘরে বসে 'শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ' পাবেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

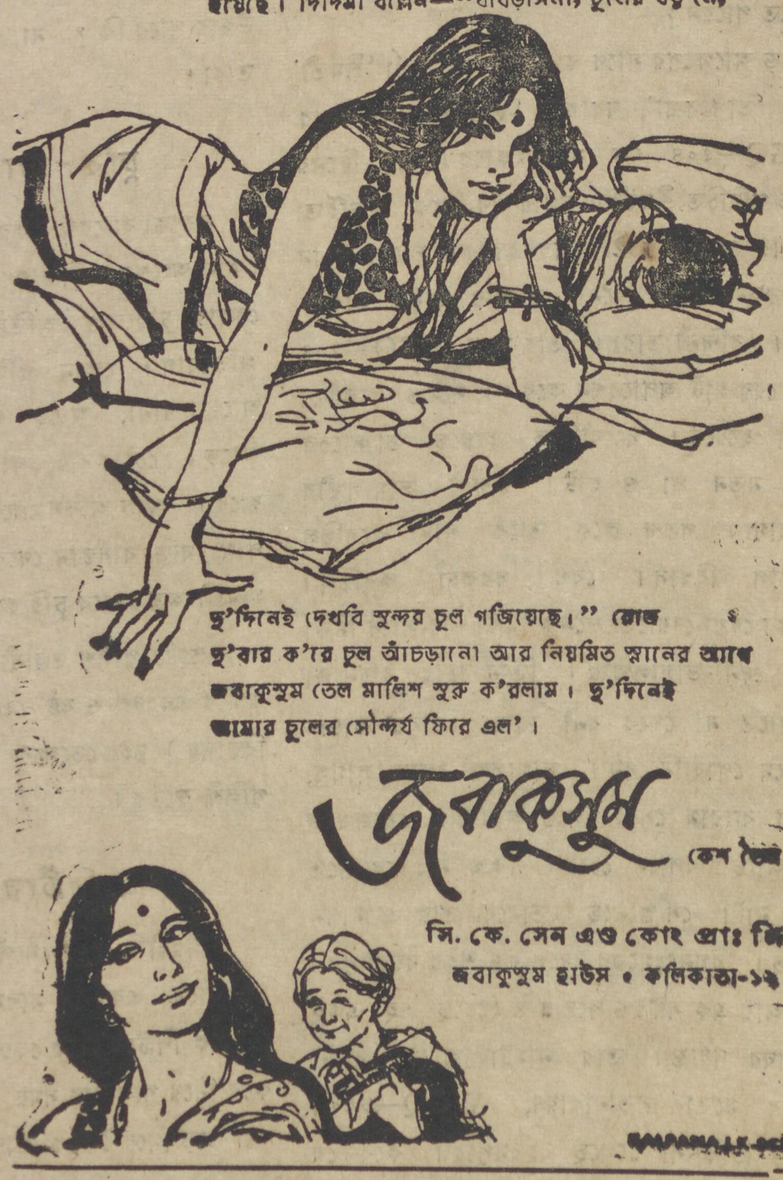

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত